ইরান ইস্যুতে পুতিন-জিনপিংকে ধন্যবাদ জানালেন ট্রাম্প

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ইরানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় চীনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের 'নিরপেক্ষ' ভূমিকার জন্য ধন্যবাদ জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। তিনি বলেন, তেহরানের পারমাণবিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দমনে তারা কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করেননি। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ইরানের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পর ট্রাম্প বলেন, আমি শুধু তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ তারা এই বিষয়টিকে অনেক সহজ করে দিয়েছেন। ফ্রান্সের এভিয়ান-লে-বেইনসে আয়োজিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ট্রাম্প সাংবাদিকদের বলেন, এই সংঘাত থেকে দূরে থাকায় এই দুই নেতার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ট্রাম্প বলেন, আমি চীন এবং প্রেসিডেন্ট শিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলাম। তিনি পুরোপুরি নিরপেক্ষ ছিলেন। আমি তার এ ভূমিকার প্রশংসা করি।

তিনি বলেন, আমি ভ্লাদিমির পুতিনকেও ধন্যবাদ জানাতে চাই। কারণ তিনিও ইরান ইস্যুতে অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছেন। তারা চাইলে আমাদের জন্য অনেক কঠিন পরিস্থিতি তৈরি করতে পারতেন। রয়টার্স জানিয়েছে, মস্কো এবং বেইজিংয়ের সঙ্গে তেহরানের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। মার্কিন হামলার পর এই যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে পারমাণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দিতে পারে বলে সতর্ক করেছিল রাশিয়া।অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের এ আচরণকে একটি দেশের সার্বভৌমত্বের নগ্ন লঙ্ঘন হিসেবে নিন্দা জানিয়েছিল বেইজিং। মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন, সামরিক কাজে ব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে এমন কিছু পণ্য তেহরানকে সরকরাহ করেছে বেইজিং। এছাড়া ইরানে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ইরানের তেলের অন্যতম ক্রেতা ছিল দেশটি। ট্রাম্প বলেন, শি সংঘাত নিরসনে সহায়ক ভূমিকা চালন করেছেন। তিনি ইরানে কোনো ধরনের ভারী অস্ত্র বা ক্ষেপণাস্ত্র পাঠাননি। তিনি বলেন, চীন চাইলে একটি তেলবাহী জাহাজের দুই পাশে ছয়টি করে যুদ্ধজাহাজ মোতায়েন করে পাঠিয়ে দিতে পারত। কিন্তু তারা এ ধরনের কিছু করেনি। চীনের প্রেসিডেন্টে আমাকে সাহায্য করেছেন। তিনি শান্তি স্থাপনে ভূমিকা রেখেছেন।

ওয়াশিংটনে অবস্থিত চীনা দূতাবাসের এক মুখপাত্র বিবৃতিতে বলেন, এ বিষয়ে চীনের অবস্থান সুসংগঠিত ছিল। তারা যুদ্ধ বন্ধ ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যাপক পরিশ্রম করেছেন। বার্তাসংস্থা রয়টার্স বলছে, এ বিষয়ে ওয়াশিংটনে অবস্থিত রুশ দূতাবাস মন্তব্যের অনুরোধে তাৎক্ষণিকভাবে সাড়া দেয়নি।

১৫ বছরের কম বয়সীদের জন্য সামাজিক মাধ্যম নিষিদ্ধ করলো আমিরাত

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের জন্য সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে সংযুক্ত আরব আমিরাত। বৃহস্পতিবার আমিরাতের মন্ত্রিসভার এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্তের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে দেশটির রাষ্ট্রায়ত্ত বার্তা সংস্থা ডব্লিউএএমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। এর মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়া, ব্রিটেন ও কানাডার মতো যেসব দেশ একই ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে, সেই তালিকায় যুক্ত হলো দেশটি। মন্ত্রিসভার এক প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মগুলোকে অবশ্যই ১৫ বছরের কম বয়সীদের তৈরি করা অ্যাকাউন্ট পর্যবেক্ষণ ও নিষ্ক্রিয় করতে হবে। সরকারের এই সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করা হলে আমিরাতে সেসব সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমকে বন্ধ করে দেওয়া হবে। এই নিয়ম বাস্তবায়নের জন্য প্ল্যাটফর্মগুলোকে ১২ মাসের অন্তর্বর্তীকালীন সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের বরাত দিয়ে দেশটির সরকারি সংবাদ সংস্থা ডব্লিউএএমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের সর্বনিম্ন বয়স ১৫ বছর নির্ধারণ করা হয়েছে।

এতে বলা হয়, এই কম বয়সী শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম প্ল্যাটফর্মে ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট তৈরি, ব্যবহার কিংবা পরিচালনা করার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। "তারা এসব প্ল্যাটফর্মের পূর্ণাঙ্গ সুবিধা বা ফিচার ব্যবহারের সুযোগও পাবে না।

প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে ভারতের নতুন রেকর্ড, নেপথ্যে কী?

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

বিশ্বজুড়ে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম উৎপাদনের শক্তিশালী কেন্দ্রে পরিণত হতে যাচ্ছে ভারত। দেশটি প্রতিরক্ষা রপ্তানিতে নতুন রেকর্ড গড়েছে। গত এক বছরে ৩৮ হাজার ৪২৪ কোটি টাকার প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম রপ্তানি করেছে দেশটি। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারত সর্বকালের সেরা রেকর্ড করেছে। গত অর্থবছরের তুলনায় দেশটিতে এ আয়ের ৬২ দশমিক ৬৬ শতাংশ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। গত বছরের তুলনায় এ বছর ১৪ হাজার ৮০২ কোটি টাকা বাড়তি আয় হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ভারতের অভ্যন্তরীণ প্রতিরক্ষা উৎপাদনও ১ দশমিক ৭৮ লক্ষ কোটি টাকার রেকর্ড ছুঁয়েছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলছে, মোট রপ্তানির ৫৪ দশমিক ৮৪ শতাংশ রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলো (ডিপিএসইউ) খাত থেকে এসেছে। এছাড়া বেসরকারি খাত থেকে ৪৫ দশমিকি ১৬ শতাংশ এসেছে। গত বছরের তুলনায় ভারতের রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলোর রপ্তানি ১৫১ শতাংশ বেড়েছে। এ সময়ে বেসরকারি খাতের রপ্তানি ১৪ শতাংশ বেড়েছে।

প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম নির্মাতা প্রতিষ্ঠান 'আর্মোরির' প্রতিষ্ঠাতা অমরদীপ সিং বলেন, নতুন এ রেকর্ড ভারতের প্রতিরক্ষা খাতের গভীর পরিবর্তনের প্রতিফলন দেখা দিয়েছে। বিশ্ব এখন বদলে গেছে। যুদ্ধ এখন অনেক দ্রুতগতির এবং প্রযুক্তিনির্ভর হয়ে উঠেছে।

ড্রোন, সাইবার সিস্টেম, এআই নজরদারি এবং ইলেকট্রনিক যুদ্ধ সরঞ্জামের গুরুত্ব উল্লেখ করে তিনি বলেন, নিজস্ব সক্ষমতা অর্জন এখন জাতীয় প্রয়োজনে পরিণত হয়েছে। এটি এখন আর কৌশলগত পছন্দে সীমাবদ্ধ নেই। তিনি আরও বলেন, ভারত এখন ডিজাইন, ইঞ্জিনিয়ারিং, সফটওয়্যার এবং সেন্সরের মতো প্রতিটি স্তরে নিজস্ব সক্ষমতার জানান দিচ্ছে। আমাতের পরবর্তী ধাপ হবে প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং পরীক্ষা করা। কৃষ্ণা ডিফেন্স অ্যান্ড অ্যালাইড ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (কেডিএআইএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক অঙ্কুর শাহ বলেন, ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এখন নিজেদের গণ্ডি পেরিয়ে বহুদূরে এগিয়েছে। রেকর্ড উৎপাদন ও রপ্তানি এটিই প্রমাণ করছে।

পরিসংখ্যান বলছে, গত পাঁচ বছরে ভারতের প্রতিরক্ষা রপ্তানি আয় প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। ২০২২ সালে প্রতিরক্ষা আয় ছিল ১২ হাজার ৮০০ কোটি টাকা। বর্তমানেন এ আয় ৩৮ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়েছে।

সূত্র: এনডিটিভি

হরমুজের ওপর নির্ভরতা কমাতে নতুন অবকাঠামো করছে আমিরাত

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালির ওপর নির্ভরতা শূন্যে নামিয়ে আনতে নতুন অবকাঠামো তৈরি করছে মধ্যপ্রাচ্যের উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাত। এসব অবকাঠামোর মধ্যে রয়েছে নতুন পাইপলাইন, বন্দর এবং রেলপথ। আমিরাতের বৈদেশিক বাণিজ্য বিষয়ক মন্ত্রী থানি আল জেইউদি মার্কিন সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যে ইসলামাবাদ এমওইউ চুক্তি স্বাক্ষর হওয়ায় এখন ইরান হরমুজ প্রনালি থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য। ফলে গুরুত্বপূর্ণ এই জলপথ দিয়ে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে আর কোনো বাধা নেই।

কিন্তু তারপরও এই নতুন অবকাঠামো নির্মাণের কারণ প্রসঙ্গে আমিরাতের কর্মকর্তরা বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তির পর হরমুজ প্রণালী পুনরায় খোলার কথা থাকলেও, আগের মতো বিনামূল্যে জাহাজগুলো চলাচল করতে পারবে কি-না, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। কারণ ইরান বারবার বলেছে যে তারা হরমুজ প্রণালিতে চলাচলকারী জাহাজগুলো থেকে ফি আদায় করবে।

উল্লেখ্য, পারস্য উপসাগরের ভেতরের দিকের দেশ, যেমন কাতার, কুয়েত এবং ইরাককে হরমুজ প্রণালি ব্যবহারে বাধ্য হলেও সংযুক্ত আরব আমিরাতের তেমন সমস্যা নেই। দেশটির পূর্বাঞ্চলীয় বন্দরগুলো প্রণালি বাইরে অবস্থিত। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সংঘাত চলার সময় এই বন্দরগুলো আমিরাতকে তেল ও গ্যাস রপ্তানি চালিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল।

থানি আল জেইউদি বলেছেন, হরমুজ প্রণালিকে পুরোপুরি এড়িয়ে চলতে এই বন্দরগুলোর উন্নয়ন এবং নতুন অবকাঠামো তৈরিতে জোর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আবুধাবি।

"হরমুজ খোলা থাকুক আর না থাকুকড় তাতে কিছু যায়-আসে না। আমরা হরমুজের ওপর নির্ভরশীলতা শূন্যে নামিয়ে আনার ওপর জোর দিচ্ছি। হয়তো শিগগিরই হরমুজ প্রণালি খুলে যাবে, কিন্তু আমরা আমাদের কাজ করে যাব", ব্লুমবার্গকে বলেন আমিরাতের বৈদেশিক বাণিজ্যমন্ত্রী। পারস্য উপসাগর ও আরব সাগরকে সংযুক্ত করা ১৬৭ কিলোমিটার দীর্ঘ হরমুজ প্রণালি আন্তর্জাতিক জ্বালানি বাণিজ্যের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ জলপথ। বিশ্বের মোট জ্বালানিপণ্যের ২০ শতাংশ এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ শুরুর পর হরমুজ প্রণালিতে অবরোধ জারি করে ইরান। ফলে জ্বালানি পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে সরবরাহ সংকট ও বিশৃঙ্খলা শুরু হয়, যার জেরে হু হু করে বাড়তে থাকে জ্বালানি তেলের দাম।

গতকাল মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ পেজেশকিয়ান ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারক চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। এই চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলোড় বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলের জন্য হরমুজ প্রণালি ফের খুলে দেবে ইরান।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধের সময় প্রতিবেশী আরব দেশগুলোর অবকাঠামো এবং সেসব দেশে অবস্থিত বিভিন্ন মার্কিন সামরিক ঘাঁটি লক্ষ্য করে মুহুর্মুহু ড্রোন-ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়েছে ইরান। সে সময় সবচেয়ে বেশি ইরানি হামলার শিকার হয়েছে আমিরাত। দেশটিতে অবস্থিত মার্কিন ঘাঁটি, এবং অর্থনৈতিক ও জ্বালানি অবকাঠামো লক্ষ্য করে নিয়মিত হামলা করেছে ইরানি প্রতিরক্ষা বাহিনী। ইরানের হামলা এবং যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘ-প্রতিশ্রুত নিরাপত্তা প্রদানে ব্যর্থতা আমিরাতের কৌশলগত অবস্থানে বড় ধরনের রদবদল ঘটিয়েছে বলে ধারণা করছেন কূটনীতি বিশেষজ্ঞরা। তাছাড়া এ যুদ্ধ সৌদি আরবের সঙ্গে আমিরাতের সম্পর্ককেও তলানিতে নিয়ে গেছে।

ভারতে বিজেপি নেতাসহ তিনজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যা

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

ভারতের মধ্যাঞ্চলীয় ছত্তিশগড় রাজ্যে দেশটির ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) এক নেতাসহ অন্তত তিনজনকে জ্যান্ত পুড়িয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় একটি পক্ষের সঙ্গে বালু উত্তোলন নিয়ে দ্বন্দ্বের জেরে ওই তিনজনকে পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন স্বজনরা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, বালু উত্তোলন নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধের জেরে ছত্তিশগড়ের কোরিয়া জেলায় এক ভয়াবহ ঘটনা ঘটেছে। একাধিক ট্রাকের মাঝে একটি ফরচুনার এসইউভি আটকে রেখে পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।আগুন নেভার পর দেখা যায়, স্থানীয় বিজেপি নেতা ও সাবেক জনপদ পঞ্চায়েত সভাপতি ভারত সিং ওরফে লাল্লা সিংসহ তিনজন মারা গেছেন।

মঙ্গলবার গভীর রাতে সোনহাত থানার নওগাইন গ্রামে এই ঘটনা ঘটে। নিহত বিজেপি নেতার পরিবার বলেছে, বালু মহাল পরিচালনা সংক্রান্ত একটি বিরোধের মীমাংসা করতে গিয়েছিলেন ভারত সিং। তবে তিনি আসলে সুপরিকল্পিত ফাঁদে পা দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ করেছেন তার স্বজনরা।

এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় পুলিশ এখন পর্যন্ত চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। তারা হলেন, অক্ষত ত্রিপাঠী, বিশাল ত্রিপাঠী, সত্যপ্রকাশ ত্রিপাঠী ও মন্নু ত্রিপাঠী। বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চলছে। হত্যা ও হত্যাচেষ্টাসহ গুরুতর অপরাধের অভিযোগে ৯ জনের নাম উল্লেখ করে স্থানীয় থানায় মামলা করা হয়েছে।

প্রাথমিক তথ্য অনুযায়ী, ওই এলাকার বালু মহালের ইজারা পেয়েছিল ভারত সিংয়ের পরিবার। এরপর সোনহাত, কৈলাশপুর, তেলিমুদা, বেলিয়া ও ছিংগুরায় বালু পরিবহন এবং খনি সংশ্লিষ্ট ?অবৈধ চাঁদা আদায়ের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে চরম বিরোধ শুরু হয়। ভারত সিংয়ের পক্ষ এবং আরেক বিজেপি নেতা মনোজ ত্রিপাঠীর পরিবারের মধ্যে এই বিরোধ কয়েক মাস ধরে চলছিল। ত্রিপাঠী পরিবারের বেশ কিছু ট্রাক ছিল। এসব ট্রাক বৈকুণ্ঠপুরে বালু পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হতো। বালু উত্তোলনের টাকা এবং এর নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই পক্ষের বিরোধ আরও তীব্র হয়। খনি সংক্রান্ত এই বিরোধ একপর্যায়ে প্রভাব বিস্তার, হুমকি ও আধিপত্যের লড়াইয়ে রূপ নেয়।

মঙ্গলবার রাতে এই সংঘাত সবচেয়ে নির্মম রূপ ধারণ করে। পুলিশের তদন্তকারী কর্মকর্তারা বলেছেন, ভারত সিং ও তার সঙ্গীরা যে ফরচুনার গাড়িতে ছিলেন; সেটিকে চারপাশ থেকে ঘিরে ফেলা হয়। অভিযোগ রয়েছে, এসইউভিটির সামনে ও পেছনে ট্রাক দাঁড় করিয়ে পালানোর সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর কিছুক্ষণ পরই গাড়িটিতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়। গাড়ির ভেতরেই জ্যান্ত পুড়ে মারা যান ভারত সিং। এই হামলায় নিহত অন্য দুজন হলেন, বীরেন্দ্র সিং ও নগেন্দ্র সিং। মায়াঙ্ক সিং নামের আরেক আহত ব্যক্তি বিলাসপুরের অ্যাপোলো হাসপাতালে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

লোহিত সাগরে দুই যুদ্ধজাহাজ মোতায়েনের ঘোষণা জার্মানির

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

লোহিত সাগরে নৌবাহিনীর দুই জাহাজ মোতায়েনের নির্দেশ দিয়েছে জার্মানি। হরমুজ প্রণালিতে সম্ভাব্য মাইন অপসারণ অভিযানের প্রস্তুতি হিসেবে পূর্ব ভূমধ্যসাগর থেকে জাহাজ দুটি স্থানান্তর করা হচ্ছে। বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বরিস পিস্টোরিয়াস এই তথ্য জানিয়েছেন। খবর আনাদোলু এজেন্সির। জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, এই মুহূর্তে আমাদের মাইন সুপার 'ফুলদা' এবং সরবরাহকারী জাহাজ 'মোজেল' সুয়েজ খাল অতিক্রম করে লোহিত সাগরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

পিস্টোরিয়াস এ অভিযানকে আগাম পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এ অভিযানের মূল লক্ষ্য হলো আন্তর্জাতিক অভিযান শুরু হলে সর্বোচ্চ কম সময়ের মধ্যে সাড়া দেওয়া।

তিনি বলেন, প্রয়োজন দেখা দিলে এবং বাস্তবে অভিযান শুরু হলে আমরা দ্রুত পদক্ষেপ নিতে প্রস্তুত রয়েছি। আমরা সবার আগে দ্রুততম সময়ে হরমুজ প্রণালিতে পৌঁছাতে চাই।

জার্মানির প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, গুরুত্বপূর্ণ এ নৌরুটে জাহাজ চলাচল নিরাপদ রাখতে জার্মান সার্বিকভাবে প্রস্তুত রয়েছে। যেকোনো সেনা বা জাহাজ মোতায়েনের জন্য আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং জার্মানির পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন হবে।

তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান চুক্তির বিস্তারিত নিয়ে একমত হতে হবে। এরপর জাতিসংঘ বা ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে আন্তর্জাতিক ম্যান্ডেট তথা আইনি নির্দেশনা জারি করতে হবে। এসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে জার্মান সরকার পার্লামেন্টে অনুমোদনের জন্য আবেদন করবে।

উল্লেখ্য, যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়াতে চুক্তি করেছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান। এ চুক্তিটি স্বাক্ষরের পর থেকে কার্যকর হয়েছে বলে জানিয়েছেন হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা।

ফ্রান্সের এভিয়ান-লে-বেইনসে অনুষ্ঠিত জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প আনুষ্ঠানিকভাবে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির ফলে 'হরমুজ প্রণালি' আবারও উন্মুক্ত হতে যাচ্ছে।

দুই দেশের মধ্যকার চুক্তিটি মূলত একটি সমঝোতা স্মারক। এতে ইরান কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করবে না এবং দেশটির 'পুনর্গঠন ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের' জন্য ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি তহবিল গঠন করা হবে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। গত ফেব্রুয়ারি শেষে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল ও ইরানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এটিই প্রথম বড় কোনো কূটনৈতিক সাফল্য।

ট্রাম্প প্রশাসন এই চুক্তিকে 'পারফরম্যান্স-ভিত্তিক' হিসেবে বর্ণনা করেছে। অর্থাৎ ইরান প্রতিশ্রুতি রক্ষা করলে চুক্তির সুবিধাগুলো পাবে। চুক্তির অনেকগুলো অমীমাংসিত বিষয় রয়েছে। এসব বিষয় চূড়ান্ত চুক্তিতে এবং ধাপে ধাপে আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা হবে।

আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ, মুখে অ্যাসিড : ২ বিএসএফ সদস্যকে ৪২ বছরের কারাদণ্ড

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

৯ বছরের পুরনো এক মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিলেন ভারতের উত্তরপূর্বাঞ্চলীয় রাজ্য মিজোরামের এক জেলা আদালত। রাজ্যের এক আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ ও তার মুখে অ্যাসিড নিক্ষেপের দায়ে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের ২ সদস্যকে ৪২ বছর করে কারাবাসের সাজা দিয়েছেন ওই আদালতের বিচারক সিলভি জোমুয়ানপুই। ২০১৭ সালে মিজোরামের এক আদিবাসী তরুণীকে ধর্ষণ ও অ্যাসিড হামলার অভিযোগ উঠেছিল দুই বিএসএফ সদস্য বিরুদ্ধে। প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে কয়েকদিন আগেই তাদের দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। সাজাপ্রাপ্ত বিএসএফ সদস্যদের একজন বাঙালি, অপরজন উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। গতকাল বুধবার রায় ঘোষণা করেছেন বিচারক। মামলার বিবরণীতে জানা যায়, ২০১৭ সালের ১৬ জুলাই মিজোরামের সুপুরি বনে ওই আদিবাসী তরুণীকে টেনে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে আসামিরা। পরে তার মুখে অ্যাসিডও ঢেলে দেয় তারা। এতে ওই তরুণীর একটি চোখের দৃষ্টিশক্তি স্থায়ীভাবে নষ্ট হয়ে যায়। ক্ষতি হয় মুখের ত্বকের। ঘটনার সময় তরুণীর সঙ্গে ছিলেন তার এক বান্ধবী। ঘটনাটি ঘটার কয়েক দিন পর তার মৃত্যু হয়। তবে আদালত সেই খুনটির জন্য বিএসএফের ওই দুই সদস্যকে দোষী সাব্যস্ত করতে পারেননি।

তবে ধর্ষণ ও অ্যাসিড হামলায় সাজা ঘোষণা করেছেন। বিচারকের রায় অনুসারে গণধর্ষণের জন্য ২০ বছর, ধর্ষণের মাধ্যমে শারীরিক ক্ষতির জন্য ১০ বছর এবং অ্যাসিড হামলার জন্য ১২ বছরের কারাবাসের সাজা দেওয়া হয়েছে আসামিদের।

জেনেভায় কোনো চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠান হবে না, দাবি ইরানের

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

আগামীকাল ১৯ জুন সুইজারল্যান্ডের রাজধানী জেনেভায় যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের প্রতিনিধিদের মধ্যে 'ইসলামাবাদ মেমোর‌্যান্ডম অব আন্ডারস্ট্যান্ডিং' বা ইসলামাবাদ এমওইউ স্বাক্ষরের যে অনুষ্ঠান নির্ধারিত ছিল, সেটি আর হচ্ছে না বলে দাবি করেছে ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার ইরানের রাষ্ট্রায়ত্ত সংবাদমাধ্যম আইআরআইবিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘায়েই এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "ইরান এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট পর্যায়ে ইতোমধ্যে চুক্তিস্বাক্ষর হয়ে গেছে। যেহেতু দুই দেশের প্রেসিডেন্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, তাই আলাদাভাবে শুধু আনুষ্ঠানিকতার জন্য জেনেভায় প্রতিনিধি পাঠানোর প্রয়োজন দেখছে না ইরানের সরকার।" উল্লেখ্য, ইরানের পরমাণু প্রকল্পকে ঘিরে টানাপোড়েনের জেরে টানা ৪০ দিন ধরে সংঘাত এবং তারপর যুদ্ধবিরতির নামে এক মাসেরও বেশি সময় ধরে স্থবির অবস্থার পর গত মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মধ্যস্থতাকারী দেশ পাকিস্তানের মাধ্যমে ইরানের কাছে ইসলামাবাদ এমওইউ চুক্তির খসড়া পাঠিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র।

১৪টি পয়েন্ট সম্বলিত ৮০০ শব্দের এই খসড়া নিয়ে এক মাসেরও বেশি সময় আলোচনা-পর্যালোচনার পর সেটি চুক্তি হিসেবে গ্রহণ করতে সম্মত হয় ইরান।

এর মধ্যে গতকাল বুধবার প্যারিসে শিল্পোন্নত ৭ দেশের জোট জি-৭ সামিটের সম্মেলনে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ইসলামাবাদ এমওইউ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ সময় তার পাশে ছিলেন ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প চুক্তিতে স্বাক্ষর করার কিছুক্ষণ পর তেহরানে নিজের দপ্তরে চুক্তি স্বাক্ষর করেন প্রেসিডেন্ট পেজেশকিয়ান। ইরান ও মার্কিন সংবাদমাধ্যমগুলো এই চুক্তি স্বাক্ষরের ছবি প্রকাশও করেছে। ইসলামাবাদ এমওইউ স্বাক্ষরের ফলে প্রস্তাবিত স্থায়ী শান্তি চুক্তি নিয়ে আলোচনা, সেই চুক্তির বক্তব্য ও শর্ত নির্ধারণ, ইরানের পরমাণু প্রকল্প, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ প্রভৃতি ইস্যুতে আলোচনার জন্য ৬০ দিন সময় পাচ্ছে ওয়াশিংটন এবং তেহরান। এই ৬০ দিন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ হরমুজ প্রণালি দিয়ে বিদেশি বাণিজ্যিক জাহাজগুলোকে অবাধে চলাচল করতে দেবে ইরান; তার পরিবর্তে ইরানের বন্দরগুলো থেকে অবরোধ তুলে নেবে মার্কিন বাহিনী। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র-ইরান যুদ্ধ বাঁধার পর থেকে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় আছে পাকিস্তান।

বিশ্বস্ততার পরও ছাঁটাই, নতুন চাকরির বেতন দেখে হতবাক কর্মী

বিশ্ব বার্তা ডেস্ক

বিশ্বস্ততার সঙ্গে বছরের পর বছর কাজ করার পরও পুরস্কার হিসেবে ছাঁটাই হয়েছেন এক কর্মী। এ ঘটনার কয়েকদিন পর নতুন চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি। সেখানে বেতনের অঙ্ক দেখে কর্মী নিজেই হতবাক হয়েছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার এ ঘটনাটি রীতিমতো আলোচনার সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। 'বেতন বৃদ্ধিতে স্তম্ভিত' শিরোনামে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন ওই কর্মী। তিনি বলেন, প্রায় পাঁচ বছর ধরে একই প্রতিষ্ঠানে মাত্র ৭০ হাজার টাকা বেতনে কাজ করছিলাম। কিন্তু কোম্পানির প্রতি অটুট আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও পুনর্গঠনের সময় আমাকে ছাঁটাই করা হয়েছে। ওই কর্মী বলেন, ছাঁটাইয়ের পর ভাতা নিয়ে এইচআরের সঙ্গে কথা কাটাকাটিও হয়েছিল। তবে শেষ কর্মদিবসেই ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেছে। সেদিনই ভারতের বাইরের একটি কোম্পানি থেকে চাকরির প্রস্তাব পেয়েছেন তিনি।

তিনি বলেন, নতুন এ চাকরি পুরোপুরি 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' হবে। এতে করে যাতায়াত খরচ বেঁচে যাওয়ায় সঞ্চয় আরও বাড়বে। আমার নতুন চাকরিতে বেতন হবে প্রতি মাসে প্রায় ১ লাখ ৫৮ হাজার টাকা। তারা আমাকে ডলারে বেতন দেবে। পোস্টে ওই কর্মী লেখেন, পুরো বিষয়টাই আমার কাছে অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে। মাঝে মাঝে ভয় হচ্ছে যে আমি সত্যিই এত টাকা পাব তো? যখন দীর্ঘদিন আপনার যোগ্যতার সঠিক মূল্যায়ন হয় না, তখন আপনি নিজেই নিজের ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেবেন। আমার কাছে এখনও বিষয়টি স্বপ্নের মতো মনে হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তার এ পোস্টটি রীতিমতো ভাইরাল হয়ে গেছে। নেটিজেনরা তাকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি পরামর্শ নানা পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলছেন, বর্তমান যুগে চাকরির ক্ষেত্রে বিশ্বস্ততার কোনো মূল্য নেই।

একজন ব্যবহারকারী লেখেন, প্রতি ২ থেকে আড়াই বছর অন্তর চাকরি বদলানো উচিত। বিশ্বস্ততা এখন সেকেলে বিষয়! আরেকজন লেখেন, আমারও একই অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমি শুরুতে ৫০ হাজার টাকা পেতাম। কিন্তু চাকরি ছাড়ার পর এক লাখ টাকার বেশি বেতন পাচ্ছি।

আরেকজন বলেন, ২০১৮ সালে আমি বছরে ৬ লাখ টাকা পেতাম। ম্যানেজার বদলানোর পর আমার যোগ্যতার কদর করে বেতন একলাফে ১৩ লাখ টাকা করা হয়। এরপর আমার মানসিকতাও বদলে যায়। গত বছর আমার বার্ষিক আয় ৯৮ লাখ টাকা ছিল।

অন্য এক ব্যবহারকারী লেখেন, চমৎকার! আপনি দারুণ সাফল্য পেয়েছেন। বর্তমানে চাকরির বাজারে ভয়াবহ সংকট চলছে। এরমধ্যে আপনার এ সাফল্য সত্যিই অভাবনীয়।

বাক্য ও বানান ঠিক করে দাও। ভুল থাকলে নিচে আলাদা করে দেখিয়ে দেবে।

সূত্র: এনডিটিভি